শের শায়েরী

সংকলন ও অনুবাদ : শচীন ভৌমিক

শোর ক্যামেরা

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন '৫৪

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলকাতা ৫৪

চিত্রশিল্পী : গৌতম রায়

ভূমিকা

প্রথমেই বলে নিই উর্দু ভাষায় আমি পণ্ডিত নই। নেহাতই উর্দু শের শায়েরীর অনুরক্ত পাঠকমাত্র। কর্মজীবনে বোম্বে এসে চিত্রজগতের অনেক গীতিকার ও অন্যান্য কাব্যরসিকদের কল্যাণে পরিচয় হয় এই উর্দু কাব্যজগতের সঙ্গে। মুগ্ধ হয়েছি উর্দু কবিতার বাকসংযম, চিত্রকল্প, কাব্যময়তা ও গভীর আন্তরিকতায়। ফলে ভালো 'শের' শুনলেই টুকে রাখতাম। মাঝে মাঝে সেগুলো পত্রপত্রিকায় ছেপেছি ও অগণিত পাঠকপাঠিকাদের প্রশংসাসূচক পত্র পেয়ে উৎসাহ বোধ করেছি। সুহৃদ ব্রজকিশোর মণ্ডল এরকম একটি সংকলন প্রকাশের বাসনা প্রকাশ করায় এই বই-এর আবির্ভাব সম্ভব হল। সুতরাং যা কিছু প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যেসব কবিদের নাম সংগ্রহ সম্ভব হয়নি সেগুলো 'অজ্ঞাত' বলে

প্রকাশ করলাম। সেসব নাম-না জানা কবিদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কবিতাগুলোয় নারী, প্রেম, সুরা ও হতাশা বেশী প্রকট। সত্যি বলতে উর্দু কবিদের এ চারটি হল সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। আশাবাদী আধুনিক কবিদের কয়েকটি কবিতা যা সংগ্রহে ছিল দিয়েছি। আমি আক্ষরিক অনুবাদ করিনি বরং ভাবপ্রকাশে বিশ্লেষণে কবির মনের ছবিটি আঁকবার চেষ্টা করেছি। প্রচেষ্টায় সততা ছিল, সফল কতটা হয়েছি আপনারা বলতে পারবেন। মূল কবিতা ভাষান্তরিত করায় আমার কান কোথাও কোথাও সঠিক না শুনে থাকলে অশুদ্ধি থাকা বিচিত্র নয়। সে ভুল সংশোধনের সুযোগ এলে নিশ্চয়ই করবো। সে প্রশ্রয়ের আশা রেখে ভূমিকার ইতি টানছি।

—শচীন ভৌমিক

শ্রদ্ধেয় শচীনদেব বর্মণ

ও

অনুজপ্রতিম রাহুলদেব বর্মণকে



এক

চমনমে ইখতলাতে রঙো বূ সে বাৎ বন্‌তি হ্যায়
হামই হাম হ্যায় তো কেয়া হাম হ্যায়
তুমহি তুম হো তো কেয়া তুম হো।

—সারসার সালানী



মানে—বাগানে যে ফুল ফোটে রঙ আর সুরভির মিলনেই তার সার্থকতা। তেমনি আমাদের দু'জনের মিলনেই আমাদের চরম মূল্যায়ন, আমাদের জীবনের পূর্ণতা। একা আমি তো অসম্পূর্ণ, একা তুমিও নেহাতই মূল্যহীনা।

দুই

কভি ব্যয়ঠে বৈঠায়ে দিলকি হালত এয়সি হোতি হ্যায়,
তড়পকর চ্যয়ন মিলতা হ্যায়, খুসি রোনেসে হোতি হ্যায়।

—সারসার সালানী



মানে—কখনও কখনও মনের অবস্থা এমনও হয় যে কৃচ্ছ্রতায়ই শান্তিলাভ হয়, অঝোর অশ্রুপাতেই আনন্দিত হয় চিত্ত।

তিন

ইস এতিয়াৎ কি ক্যা বরথ্ দাও দেতা হূঁ
কে তিন্কা তিন্কা বাঁচা মেরে আশিয়াঁকা সিবা।

—সারসার সালানী



মানে—হে ঈশ্বর, তোমার নিপুণ সতর্কতার জন্য বাহবা দিতে হয়। তুমি এমন বিদ্যুৎবহ্নি বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেছো আমার ঘর লক্ষ্য করে যে শুধু আমারই ঘরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল, বাকি কুটোকাঠির এতটুকুও ক্ষতি হল না!

চার

বাল বিখারকে টুটি কবরোঁপে
জব কোই মেহেজবীন রোতি হ্যায়
মুঝকো অফসর খয়াল আতা হ্যায়
মৌত কিৎনি হাসিন হোতি হ্যায়।

—অজ্ঞাত



মানে—চুল এলিয়ে ভাঙা কবরের পাশে বসে যখন কোন সুন্দরী আকুল হয়ে কাঁদে তখনই আমার মনে হয় পৃথিবীতে মৃত্যুর মতো এমন সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না।

পাঁচ

তমন্নাওকোঁ জিন্দা আরজুওকোঁ জোঁয়া করলু
এ শর্মিলি নজর কহে দে তো কুছ্ গুস্তাকিয়া করলু
হাজারোঁ সখ আরমাঁ লে রহে হ্যায় চুটকিয়া দিলমে
হায় উনকি ইজাজৎ দে তো বেবাকিয়া করলু।

-অজ্ঞাত



মানে—তোমার লজ্জিত চোখ যদি অনুমতি করে তবে ইচ্ছে হচ্ছে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে সামান্য একটু অন্যায় করে বসি। হৃদয়ে যে হাজার বাসনা উদ্বেলিত সেগুলো তোমার কাছে অকপটে নিবেদন করার জন্য আমি তোমার সম্মতি ভিক্ষা করছি।

ছয়

জিনকে গিরতে হি তারোঁ কি ধোকা হুয়া
ও তুমহারে হ্যায় আঁসু, হামারে নেহি।
জিনকে গিরতে হি দামন সে শোলে উঠে
ও হামারা হ্যায় আঁসু, তুমহারে নেহি।

—অজ্ঞাত



মানে—যা ঝরে পড়তেই মনে হল আকাশ থেকে বুঝি কোন তারা খসে পড়ল—সেটা তোমার অশ্রু, আমার নয়। আর যা পড়তেই মনে হল যেন আঁচলে আগুন জ্বলে উঠল, সেটা আমার অশ্রু, তোমার নয়।

সাত

কুছ তো তনহাই কি রাতোঁমে সাহারা হোতা
তুম না হোতা সহি জিকর তুমহারা হোতা।
ও আগর আ না সকে মৌতহি আই হোতি,
হিজরোমে কোই তো গমখার হামারা হোতা।

—অজ্ঞাত



মানে—আমার নির্জন রাত্রে তুমি যদি নাও থাকো অন্ততঃ তোমার কথাও যদি আলোচনা হতো তবুও আমার বিরহের ব্যথা অনেক কম হতো। তুমি যদি না এলে তবু মৃত্যু কেন এল না? মৃত্যুই হতো আমার বিরহরাতের দুঃখের সাথী, আমার বেদনার সঙ্গী।

আট

আসফ আখোঁসে রোয়া ঔর জিগর জ্বলতা হ্যায়
কেয়া কেয়ামৎ হ্যায় কি বরসাৎমে ঘর জ্বলতা হ্যায়।



মানে—চোখ থেকে অঝোরে জল ঝরে যাচ্ছে অথচ হৃদয় জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য, যেন প্রবল বর্ষণমুখর শ্রাবণধারায় ঘরটা জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

নয়

তুমহে চাহুঁ, তুমহারা চাহেনেওয়ালোঁকি ভি চাহুঁ?
মেরা দিল ফের দেও, মুঝসে এ সওদা হো নেহি সকতা।

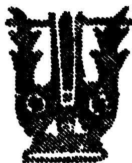


মানে—তোমাকে চাইবো, তোমায় যাঁরা চান তাঁদেরও চাইবো? এ বড় কঠিন সওদা। তার চেয়ে আমার হৃদয় আমাকে ফিরিয়ে দাও, ও সওদা করতে আমি রাজি নই।

দশ

মেরে তসবিঁকে দানে হ্যায় এ সারে হাসিন চেহরে,
নিগাহে ফিরতি যাতি হ্যায়, এবাদৎ হোতি যাতি হ্যায়।

—সারসার সালোনী



মানে—এই যে এত সুন্দরীদের মুখ এরা হল আমার পুজোর মালার এক একটি পুঁতি। একটার পর একটা মুখ দেখি আর আমার দৃষ্টির অঙ্গুলি দিয়ে নীরবে পুজো সেরে চলি।

এগারো

সাহিলকা তলবগার এ পহেলেই সমঝলে
দরিয়াই মোহব্বৎকে কিনারে নেহি হোতা।



মানে—তীরের জন্যে যাঁদের প্রাণ আনচান করে কাঁদে তাঁদের আগে থেকেই সাবধান করে দিই। প্রেমের সাগরে নামার আগে জেনে নেওয়া ভালো, এ সমুদ্রের কোন তীরই হয় না।

বারো

শিকন না ডাল জবিপর শরাব দেতে হুয়ে
এ মুস্কুরাতি হুই চিজ মুস্কুরাকে পিলা,
নেশা শরাব কি মিখদার পর নেহি মামুদ,
শরাব কম হ্যায় তো সাকি নজর মিলাকর পিলা



মানে—সুরা দেবার সময় কপালে এরকম কুটিল রেখা এঁকো না তুমি। সুরা মানে আনন্দ, সুতরাং এই আনন্দদায়ক পানীয় হাসিমুখে পান করাও। মনে রেখো, নেশা সুরার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। সুরা কম থাকলে আমার চোখে চোখ মিলিয়ে সুরা ঢেলো, তাতেই আমার চরম নেশা হয়ে যাবে।

তেরো

আভি কামসিন হো, কাঁহি খো দেওগী দিল মেরা,
তুমহারি লিয়েই রাখ্যা হ্যায়, লে লেনা জোঁয়া হোকর।



মানে—এখনও তুমি অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী, এখন যদি হৃদয় দিই কোথাও হয়তো হারিয়ে বসবে। তোমার জন্যই রাখা রইল, যখন বড় হয়ে উঠবে, কিশোরী থেকে হয়ে উঠবে সদ্যযৌবনা, তখন নিয়ে নিও।

চোদ্দ

খিজা কি জিকর না খারোঁ কি বাৎ করতে হ্যাঁয়,
হাম আনেওয়ালা বাহারোঁকি বাৎ করতে হ্যাঁয়।

—খয়াল কানপুরী



মানে—ধ্বংস কণ্টক সমাকীর্ণ রিক্ততার গান গাইছি না, আমি গাইছি আগামী বসন্তের গান।

পনেরো

নিগাহে জিনকি নেহি হ্যায় উভরতে সূরযপর,
ও ডুবতে হুয়ে তারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।

—খয়াল কানপুরী



মানে—উদীয়মান সূর্যের দিকে যার চোখ নেই, সেই ডুবন্ত তারার কথা বলে থাকে।

বোল

নেহি হ্যায় জিনকি ভরোসা খুদ আপনে ফানো পর,
ও নাখুদা কে সাহারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।

—খয়াল কানপুরী



মানে—যার নিজের কাঁধের ওপর বিশ্বাস নেই, সেই কাণ্ডারীর আশ্রয়ের জন্য কান্না জুড়ে দেয়।

সত্তের

চমনমে যব কহি' হোতা নেহি বাহার কা জিক্‌র্‌
তো লোগ বিতি বাহারোঁকা বাৎ করতে হ্যায়।

-খয়াল কানপুরী



মানে—নিজের বাগানে যার ফুল ফোটাবার ক্ষমতা নেই, সেই অতীতের বসন্তবাহারের বর্ণনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখে।

আঠারো

হামারা দর্দ এক হামারাই দর্দ নেহি
হাম আপনে সাথ হাজারোঁকি বাৎ করতে হ্যায়।

—খয়াল কানপুরী

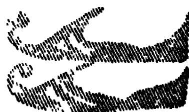


মানে—আমার বেদনা শুধু আমার একার কাহিনী নয়, আমি নিজের সঙ্গে হাজার জনের কাহিনী বলে যাচ্ছি।

উনিশ

হামে তো মৌজী তলাতুম কা তসকিরা হ্যায় পসন্দ
ও ঔর হ্যায় যো কিনারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।

—খয়াল কানপুরী



মানে—আমি ঝড়ের উত্তাল ঢেউ-এর বর্ণনা দিতেই ভালোবাসি। সে আর কেউ হবে যে শুধু নিশ্চিন্ত তীরের গল্পই করে।

কুঁড়ি

জমিকে লালাউ গুল জিনহে খেয়াল নেহি
ও লোগ চান্দসিতারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।

—খয়াল কানপুরী



মানে—পৃথিবীর বুকে ফলফুল লতাগুল্মে যার চোখ নেই, তারাই সর্বদা আকাশের চাঁদ তারার গল্প করে থাকে।

একুশ

এয় যশবায়ে দিল, আগর ম্যয় চাহু
হর্‌চিজ মোকাবিল হো যায়ে,
মঞ্জিলকে লিয়ে দো গম চলু
তো মঞ্জিল সামনে আ যায়ে।



মানে—হে আমার হৃদয়, যদি আমি চাই তবে সবকিছু অর্জন করতে পারি। লক্ষ্যস্থানের দিকে দুই কদম এগোলেই, লক্ষ্যস্থান স্বয়ং আমার সামনে এগিয়ে আসবে।

বাইশ

মুরদই লাখ্ বুড়া চাহে তো কেয়া হোতা হ্যায়,
ওহি হোতা হ্যায় যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হ্যায়।



মানে—শত্রুরা আমার যতই অনিষ্ট কামনা করুক তাতে কিছুই হবে না। ঈশ্বর যা মঞ্জুর করবেন তাই হবে আমার ভাগ্যলিপি।

তেইশ

বদল যায়ে আগর মালি,
চমন হোতা নেহি খালি,
বাহারে ফিরভি আতি হ্যায়,
বাহারে ফিরভি আয়েংগে ॥



মানে—মালি বদলে গেলে বাগান খালি হয়ে যায় না, শূন্য হয়ে যায় না বাগানের ফুলসম্ভার। কেননা বসন্ত আবারও আসবে, বার বার আসবে তার ফুলের সাজি নিয়ে। মালি অনেক বদলাবে কিন্তু বসন্তের আগমন তাতে কোনদিনই রুদ্ধ হবে না।

চব্বিশ

উনকি আতা হ্যায় মেরা প্যায়ার পর গুস্যা
মুঝকো গুস্যে পে প্যায়ার আতা হ্যায় ॥

—জিগর মুরাদাবাদী



মানে—আমার ভালোবাসা দেখে ওর রাগ হয়, আর ওর রাগ দেখে আমার ভালোবাসা জাগে। ওর রাগকে এত মিষ্টি লাগে যে ভালোবাসার রঙটাই আরও মধুর হয়ে ওঠে।

পঁচিশ

ও ঔর হোঙ্গে যো পীতে হ্যায় বেখুদিকে লিয়ে,
মুঝেসে চাহিয়ে থোরিসি জিন্দেগীকে লিয়ে।



মানে—ওরা আলাদা জাতের লোক যাঁরা সুরা পান করেন জীবনকে ভুলে যাবার জন্য, আমার তো সুরার প্রয়োজন হয় জীবনকে ফিরে পাবার জন্য।

ছাব্বিশ

নেহায়ত পা গয়া নাসহাসসে উমর ভরকি লিয়ে
উঁসিকো ভেজ দিয়া ইয়ারকো খবর কে লিয়ে।



মানে—আমার প্রেমের বিরুদ্ধবাদী লোকটি, গায়ে পড়ে যে আমার অভিভাবকত্ব করত, তার কাছ থেকে সারাজীবনের জন্য ছুটি পেয়েছি আমি। কেননা তাকেই পাঠিয়েছিলাম আমার প্রিয়ার খবর নিতে, সেই যে সে গেছে, আর ফেরেনি।

সাতাশ

আপনি খুসি না আয়ে, না আপনি খুসী চলে,
লাই হায়াৎ আয়ে, কাজা লে চলি চলে।



মানে—পৃথিবীতে নিজের খুসীমতো আসিনি, খুসীমতো যাবও না। জীবন হাত ধরে নিয়ে এসেছিল তাই এসেছি। মৃত্যু হাত ধরে নিয়ে যাবে, চলে যাবো।

আটাশ

খুসী না হো মুঝে কিউঁকর কাজা কি আনেকি,
খবর হ্যায় লাশ পর উস বেওয়াফা কে আনেকি।

—মোমিন

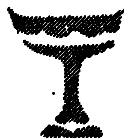


মানে—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা আমার এত আনন্দমিশ্রিত কেন জানতে চাও? কারণ লোকমুখে শুনেছি আমার নিষ্ঠুর প্রেয়সী নাকি আমার মৃতদেহ দেখতে আসবে।

ঊনত্রিশ

বরাবরি কা তেরি গুলনে যব খয়াল কিয়া
সবানে মার থাপেরা মুহ্ উসকা লাল কিয়া।

-শওদা

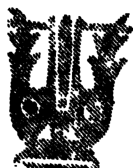


মানে—হে প্রেয়সী, বোকা ফুলটা তোমার রূপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দুঃসাহস করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হাওয়া রেগে এসে ফুলের গালে লাগাল এক ঝড়ের চড়। লজ্জায় লাল হয়ে হার স্বীকার করতে বাধ্য হল সেই দুর্বিনীত ফুল।

ত্রিশ

তেরা জমাল নিগাহোঁমে লেকে উঠা হুঁ
নিখর গয়ি হ্যায় ফ'জা তেরে পয়েরহান কিসি,
নাসিম তেরি শবিস্তান সে হোকে আই হ্যায়
মেরে সহেরমে মহেক হ্যায় তেরে বদনকিসি।

—ফৈজ অহ্‌মদ ফৈজ



মানে—সারা রাত তোমার স্বপ্ন দেখে সকালে যখন জেগে উঠলাম তখন চোখের তারায় তুমিই ভরে ছিলে। তোমার মদির যৌবনে ভরপুর ছিল আমার দৃষ্টির সরোবর। রোদ্দুরভরা সকালটা ঝলমল করে উঠল তোমার পরিধেয় বস্ত্রের মতো স্বচ্ছ মাধুর্যে। সকালের সদ্যজাতক হাওয়া তোমার দেহের মাদক গন্ধে ভারী ছিল। তার কারণ আমি জানি। আমি জানি এ হাওয়া তোমার শোবার ঘরে তোমার নিদ্রাশিথিল দেহবল্লরী ছুঁয়ে এসেছে। তোমার স্পর্শে আনন্দেই হাওয়ার এই মাতাল শ্লথচারিতা, এই সুরভির সম্ভার।

একত্রিশ

বুঝা যো রজনে জিন্দা তো দিল এ সমঝা
কি তেরি মাংগ সিতাঁরো সে ভর গায় হোগী।
চমক উঠা সলাসল্ তো হামনে জানা হ্যায়
কে সহের তেরে রুখ্‌পর নিখর গায় হোগী।

—ফৈজ আহমদ ফৈজ



মানে—কারাগারে ছোট্ট কুঠরীতে বন্দী কবি। আলোর জন্য একটু-খানি রোশনদান। কবি বলছেন,—রোশনদান থেকে আলো যখন নিভে গেল তখন বুঝলাম রাত হয়েছে, তোমার শূন্য সিঁথি তারার মুক্তোতে ভরে গেছে হয়তো। তারপর একসময়, অনেকক্ষণ বাদে, যখন আমার ইস্পাতের হাতকড়িটা চিকচিক করে উঠল, বুঝলাম, সকাল হয়েছে। তোমার মুখটা হয়তো সকালের মিঠে রোদ্দুরে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

বত্রিশ

খ্‌দিহি কো কর ব্‌লন্দ ইতনা কি হর তকদীর সে পহেলে
খ্‌দা বন্দে সে খ্‌দ প্‌ছে বতা তেরী রজা কেয়া হ্যায়?

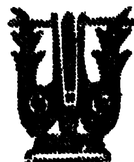
—ইকবাল



মানে—নিজেকে আত্মবিশ্বাসে শক্তিমত্তায় মহৎ করে তুলতে হয়। নিজেকে এমন হিমাদ্রিস্বর্‌প সবল করে তোল যে তোমার ভাগ্যলিপি বানাবার আগে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে এসে প্রশ্ন করে যে, বলো, তোমার অভিপ্রায় কি, কি তোমার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা কি তোমার অধিকারের অভিলাষ?

তেত্রিশ

তেরা মিলনা, তেরা নেহি মিলনা,
ঔর জিন্নত হ্যায় কেয়া, জাহান্নম কেয়া।



মানে—স্বর্গ আর নরক কি আমি জানতাম না। হে প্রেয়সী তোমার সঙ্গে আমার মিলনই হল স্বর্গ, আর তোমার সঙ্গে আমার বিরহই হল নরক। এখন আমি জেনেছি স্বর্গ ও নরকের সংজ্ঞা কি।

চৌত্রিশ

তুম না আওগে তো মরনে কি শও তদবীরে
মওৎ কুছ তুম তো নেহি হো কি বুলা ভি না সকু।

—গালিব

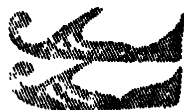


মানে—তুমি না এলে একশ ভাবে মরণকে ডাকতে পারি। মৃত্যু তো তোমার মতো কঠিন হৃদয় নয় যে ডাকলেও সে আসবে না।

পঁয়ত্রিশ

মেরি আখোঁমে আঁসু তুঝসে হমদম কেয়া কহুঁ, কেয়া হ্যায়,
ঠহর যায়ে তো অংগারা হ্যায়, বহে যায়ে তো পানি হ্যায়।

—ফানী



মানে—হে প্রেয়সী, তোমাকে কি করে বোঝাব আমার অশ্রুজলের মানে। চোখের কোণে যখন ছলকে ওঠে টলটলে অশ্রুর টুকু বিন্দু, তখন সেটা হল আগুনের স্ফুলিঙ্গ, আর গাল বেয়ে গড়িয়ে যখন ঝরে পড়ে সেই অশ্রুর ফোঁটা, তখন সেহাতেই সেটা এক বিন্দু জল।

ছত্রিশ

লও লাগায়ে খ্দা সে বৈঠে থে
আ গয়া বীচমে খয়াল তেরা।

—দাগ

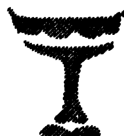


মানে—ঈশ্বরের নামে মনপ্রাণ স'পে বসেছিলাম। জপছিলাম শ্ধ্ ঈশ্বরের নাম। কিন্তু জানি না কোত্থেকে হে প্রেয়সী, শ্ধ্ তোমার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

সাইত্রিশ

এক উনওমা কা জরূরৎ হ্যায় কাহানীকে লিয়ে,
এক সদ্মা কে জরূরৎ হ্যায় জোয়ানীকে লিয়ে।

—সারসার সালানী



মানে—যৌবনে একবার অন্তত আঘাত খাবার প্রয়োজন আছে। প্রেমের জন্য প্রেয়সীর কাছ থেকে একবার আঘাত না পেলে যৌবনের সোনা পবিত্র হয়ে ওঠে না। যেমন সম্পূর্ণ কাহিনীর জন্য একটি নামের প্রয়োজন হয়, তেমনি যৌবনের সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হয় একটি আঘাতের।

আটত্রিশ

ও কৌন হ্যায় জিনহে তওবা কি মিল গই ফুরসৎ,
হামে গুনাহ ভী করনে কি জিন্দগী কম হ্যায়।

—আনন্দনারায়ণ মুল্লা



মানে—ওরা কারা যাদের পাপ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেও সময় জুটে যাচ্ছে? আমার তো জীবন এত স্বল্প লাগছে যে এক-আধটু যে পাপ করবো, তারও সময় জুটছে না!

উনচল্লিশ

ম্যয় সমঝতা হুঁ তেরি অশ্বাগিরি কি সাকী।
কাম করতি হ্যায় নজর, নাম হৈ পয়মানে কি।

—জলীল মানেকপুরী

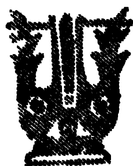


মানে—তোমার মদালসা দৃষ্টির সব মানে আমি ভালো করেই জানি হে সাকী, নেশা হয় তোমার মদির চাউনিতে, আর মিছেমিছি বদনাম হচ্ছে এই সুরার পাত্র। দোষ সুরার নয়, দোষ তোমার লোচনসায়রের, তোমার চটুল কটাক্ষের, তোমার চপল দৃষ্টিপাতের।

চল্লিশ

কেয়া মজা দেতি হ্যায় বিজলীকা চমক মুঝকো রিয়াজ,
মুঝসে লিপটে হ্যাঁয়, মেরে নাম সে ডরনেওয়ালে।

—রিয়াজ



মানে—বিদ্যুৎ-এর চমক আমাকে সত্যি আনন্দে ভরে দেয়। কেননা আমার প্রিয়া, যে আমার নাম শুনে ভয় পায়, সে কিন্তু বিদ্যুৎ বজ্রপাতের সময় আতংকে আমাকেই জড়িয়ে ধরে! বিদ্যুৎপাতের জন্যই আমার কপালে প্রিয়ার কোমল শরীরের আলিঙ্গন জুটে যায়। সেজন্যেই বলছি বিদ্যুৎচমক অন্যদের হয়তো ভালো লাগে না, আমাকে কিন্তু খুবই আনন্দ দেয় সে।

একচল্লিশ

করতে নেহি কুছ তো কাম করনা কেয়া আয়ে
জিতে জি জানসে গুজরনা কেয়া·আয়ে।
রো রো কে মওৎ মাংগনে বালোঁ কি,
জীনা নেহি আ সকা তো মরনা কেয়া আয়ে।

—ফিরাক গোরখপুরী



মানে—যে কোনদিন কিছু করেনি তার কাজ করা কি করে আসবে; প্রাণ বাঁচিয়ে যে শুধু বাঁচতে চায় জীবনধারণ সে কি করে জানবে? কেঁদে কেঁদে যারা শুধু মৃত্যু ভিক্ষা করে তাঁরা তো বাঁচতেই শেখেনি, তাঁরা মরতেও জানবে কি করে? নিঃশ্বাস নেওয়াই তো জীবন নয়, মৃত্যুও নয় শুধু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়লেই জানা যায় জীবন কি, মৃত্যুকে জয় করতে পারলেই জানা যায় মৃত্যুর মানে।

বেয়াল্লিশ

ম্যায় এ সোচকর উসকে দর সে উঠা থা
কি ও রোক লেগী মনা লেগী মুঝকো
হাওয়ামেঁ লহরাতা আতা থা দামন
কি দামন পকড়কর বৈঠা লেগী মুঝকো
কদম এইসে আন্দাজসে উঠ রহে থে
কি আওয়াজ দেকর বুলা লেগী মুঝকো
মগর উসনে রোকা না মুঝকো বুলায়া
না দামন হী পকড়া না মুঝকো বৈঠায়া
ম্যয় আহিস্তা আহিস্তা বড়তা হি আয়া
এঁহা তক্ কি উসসে জুদা হো গয় ম্যায় ॥

—কায়েফী আজমী





মানে—প্রেয়সীর উঁপর আমার অভিমান হয়েছে। রাগ করে উঠে পড়লাম। কিন্তু এই ভেবে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি যে এইবার ও ডেকে আমাকে থামিয়ে দেবে, মিষ্টিকথায় আমার অভিমান ভেঙে দেবে। ভেবেছিলাম হাওয়ায় আমার কাপড় উড়ছিল সেই কাপড়ের কোণ ধরে আমাকে বসিয়ে দেবে ও। এমন ধীর পদক্ষেপে হাঁটছিলাম যে ডাক দিলেই শুনে আমি ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু ও এমন নিষ্ঠুর প্রিয়া, যে আমাকে একবারও ডাকল না আটকালো না, কাপড় ধরে টেনে বসালো না। আশাহত আমি ধীরে ধীরে এগিয়েই চললাম। আর আজ ওর থেকে এত দূরে চলে এসেছি যে আমরা দু'জন চিরকালের মতো আলাদাই হয়ে গেলাম। ও ডাকল না, আমার ফেরা হল না, আমাদের সম্পর্কের ইতি হয়ে গেল!

তেতাল্লিশ

ইস সাদগী পে কৌন না মর যায়ে, এ খুদা
লড়তে হ্যায় ঔর হাত মে তলোয়ার ভি নেহী।

—দাগ



মানে—হে প্রেয়সী তোমার এ অপূর্ব ক্ষমতা দেখে মরে যেতে কার না ইচ্ছে করবে! অবাক কান্ড হে ঈশ্বর, যুদ্ধ করে যায় বীরাঙ্গনার মতো, অথচ হাতে তলোয়ারও নেই। প্রেমের অসিযুদ্ধে প্রেমিকার যৌবনমদমত্ত শরীরই তো হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ তরবারী। হাতে প্রয়োজন কোথায় লৌহনির্মিত তরোয়ালের?...

চুয়াল্লিশ

যব কশ্তি সাবিদ সালিম থি
    সাহিল কি তমন্না কিসকো থি,
অব এয়সি সকস্তা কশ্তিপর,
        সাহিল কি তমন্না কৌন করে।



মানে—যখন নৌকা আমার অটুট ছিল তখন তীরের চিন্তা আমি কোনদিন করিনি। কেননা যখন খুসী তীরে পৌঁছে যেতে পারতাম। এখন যখন আমার নৌকা ভেঙে গেছে এখনও আমি তীরের চিন্তা করি না। কেননা যতই চেষ্টা করি না কেন তীরে আমি কোনদিনই পৌঁছুতে পারবো না।

পঞ্চতাল্লিশ

যো আগ লাগাই থি তুমনে
উসকো বুঝায়া অস্‌কোনে
যো অস্‌কোনে ভড়কাই হ্যায়
উস্‌ আগকো ঠান্ডা কৌন করে।



মানে—যে আগুন তুমি আমার জীবনে লাগিয়েছো আমার অশ্রুজল তাকে নির্বাপিত করেছে। কিন্তু এখন আমার এই কান্নার জল যে আগুন লাগিয়েছে আমার হৃদয়ে তাকে ঠান্ডা কে করবে?

ছেচাল্লিশ

উনকো দেখনেসে যো চেহেরেপে আ যাতি হ্যায় রোনক্,
ও সমঝাতি হ্যায় কি বিমার কা হাল আচ্ছা হ্যায়।



মানে—ও আসতেই ওকে দেখে আমার অসুস্থ মুখে আনন্দের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তাই দেখে আমার প্রেয়সীর ধারণা হল যে আমার রোগই বুঝি সেরে গেছে!

সাতচল্লিশ

তুমনে কিসিকো জানকো যাতে হুয়ে দেখা হ্যায়?
ও দেখো মুঝসে রুঠকর মেরি জান যা রহি' হ্যায়।



মানে—তুমি কি কখন কারুর প্রাণ চলে যেতে দেখেছো? দেখোনি? ঐ দেখো আমার উপর অভিমান করে আমার প্রাণ চলে যাচ্ছে। প্রেয়সীকেই কবি বলেছেন 'মেরি জান' অর্থাৎ কবির প্রাণ। প্রেয়সীর অভিমানভরে চলে যাওয়া কি প্রাণ চলে যাওয়ার চাইতে কম দুঃখজনক? কম ক্লেশকর? কম শোকাবহ?

আটচল্লিশ

এ না থি হামারি কিসমৎ কি বিসালে-ইয়ার হোতা
অগর ঔর জিতে রহতে এহী ইন্তেজার হোতা।

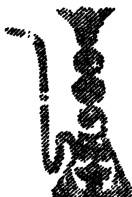
—গালিব



মানে—প্রেয়সীর সঙ্গে আমার মিলনের রাত এ জীবনে আমার ভাগ্যেই নেই। যদি আয়ু আমার আরও বেড়ে যেতো তবুও এ দুর্ভাগ্যই কপালে থাকতো আমার। অপেক্ষায়ই থাকতে হতো আমাকে। এ প্রতীক্ষারই দিন গুণতে হতো আমার সারাজীবন। অন্তহীন প্রতীক্ষাই আমার ভাগ্যলিপি, জীবনের দিন বাড়লে সেটা হতো অপেক্ষারই করুণ দিনলিপি।

উনপঞ্চাশ

নিকল কে জাউঁ কহা তেরী অঞ্জুমন কে সিবা
চমন কী বু হুঁ, বসুঁ ফির কাহাঁ চমন কে সিবা।



মানে—তোমার পৃথিবী, তোমার হৃদয় ছেড়ে কোথায় যাবো বলো? আমি হচ্ছি ফুলের সুগন্ধ। ফুল ছেড়ে কোথায় আর যেতে পারি আমি? তুমি আমার ফুল আর প্রেম আমার হল সেই ফুলের সুরভি। ফুল ছেড়ে সুরভি কি চলে যেতে পারে?

পঞ্চাশ

আজ উস বজ্‌ম্‌ সে তুফান উঠাকর উঠ্‌ঠে।
ইয়া তলক্‌ রোঁয়ে কি উনকো ভি রুলাকর উঠ্‌ঠে।

—মোমিন



মানে—আজ প্রেয়সীর হৃদয়ে ঝড় তুলে তবে আমি উঠেছি। এত কেঁদেছি আমি, যে ওকেও কাঁদিয়ে তবে উঠেছি।

একান্ন

লিপট যাতে হ্যায় ও বিজলী কে ডরসে
ইলাহী! এ ঘটা দো দিন তো বরসে।



মানে—বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের ভয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে। হে ঈশ্বর,
এ বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষা কম করে দু'দিন তো থাকুক।

বাহার

কৌন ভালা রোতা ফিরতা হ্যায় আধি আধি রাতোঁ কি,
ইস্ বাদল কে পর্দে মে ভি কোই দিলওয়ালা হোগা।

—আফসর মেরবী



মানে—মধ্যরাতে ঝমঝম করে যখন বৃষ্টির কান্না ঝরে পড়ে তখন আমার মনে হয় এই কালো কালো মেঘগুলোর পর্দার পেছনে এমন কেউ কেউ হয়তো রয়েছে যাদেরও হৃদয় আছে আমাদেরই মতো। যা মানবিক বিষাদে ভরা, অনুভূতিতে জীবন্ত, বেদনায় আর্ত ক্রন্দনে মূর্ত। হৃদয়বান না হলে সে কাঁদবে কেন? কেন হবে অর্ধরাতে এই প্রবল বিষাদবর্ষণ?

তিপ্পান্ন

দো তুন্দ্ হাওয়াও পর বুনিয়াদ হ্যায় তুফাঁ কি,
ইয়া তুম না হাসিন হোতে, ইহা হাম না জওয়াঁ হোতে॥

—আরজু লখনবী



মানে—দুটো বিপরীত দুর্বিনীত হাওয়ার যুদ্ধেই জন্ম নেয় তুফান। আমাদের জীবনে যে প্রেমের ঝড় উঠেছে সেটাও দুটি তীব্র হাওয়ারই মিশ্রণ। নইলে বলো, কেনই বা তুমি এত সুন্দরী হয়েছো, কেনই বা আমি এত যৌবনমত্ত হয়েছি? তোমার রূপ ও আমার যৌবন এই/দুই দুর্বিনীত কামনার হাওয়াতেই আমাদের প্রেমের এই তুফানের জন্ম।

চুয়ান্ন

জিনহে হাসিল হ্যায় তেরা কুরিব, খুশকিসমৎ সহি, লেকিন
তেরি হসরৎ লিয়ে মর জানে বালে ভী হোতে হ্যায়।

—হরীচন্দ আখতার



মানে—যারা তোমার সঙ্গসুধা পান করছে তারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। কিন্তু তোমার স্বপ্ন বুকে নিয়ে যারা মরে গেলো, তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ব্যর্থপ্রেমে জ্বলেপুড়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল তাদের মহত্ত্ব আলাদা। তাদের ভাগ্যহীনতাই প্রেমিক হিসাবে এক. জাতের অমরত্ব দান করে যা অকল্পনীয়, অনির্বচনীয়, অপ্রকাশ্য।

পঞ্চান্ন

কোই মেরে দিলসে পুছে তেরি তীরে-নিমকশ কো
এ খালিশ কাঁহা সে হোতি, জিগরকে পার হোতা।

—গালিব



মানে—তোমার অর্ধমুদিত চোখের কটাক্ষে তীর কেন? কেন নয় উন্মীলিত আঁখির তীব্র দৃষ্টির দ্রুতগামী তীর? আমার হৃদয়ই একমাত্র এর জবাব দিতে পারে। যদি দ্রুতগামী তীরের অস্ত্র হতো তাহলে সেই তীর তো আমার হৃদয়ভেদ করে বেরিয়ে চলে যেতো তাতে কি বেদনা এমন চিরস্থায়ী হতো? কক্ষনো নয়। কিন্তু এই অর্ধনেত্রের বাণ হৃদয়ে শ্লথগতিতে এসে বিদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ফলে এ বেদনায় রয়েছে স্থায়ী এক আনন্দমিশ্রিত কষ্টের আমেজ। এই বেদনার মাধুরিমার তুলনা নেই। এ আমারই হৃদয় যে শুধু এই প্রেমের যন্ত্রণার আনন্দের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ আমারই প্রেমিক হৃদয়ের গর্বের ঐশ্বর্য।

ছাপ্পান্ন

জিসনে দিল খোয়া উসী কো কুছ মিলা,
ফায়দা দেখো উসী নুকসান মে॥

—দাগ

—সারসার সালানী



মানে—যে হৃদয় হারিয়েছে সেই কিছু পেয়েছে। এটাই পৃথিবীর একমাত্র লোকসান যাতে আসলে লাভই ভাগ্যে জুটে যায়।

সাতান্ন

এ তো নহি কি তুমসা জহাঁমে হাসিন নহি
ইস দিলকা কেয়া করূঁ কি বহলতা কহি নোঁহি॥

-দাগ



মানে—এমন তো কথা নয় যে পৃথিবীতে তোমার চাইতে সুন্দরী আর কোথাও নেই। কিন্তু কি করব আমার এ হৃদয় অন্য কারুর কাছে যাবে না। শুধু তোমার জন্যে এ হৃদয় পাগল হয়ে উঠেছে। বোঝালেও এ অবুঝ হৃদয় কিছুতেই বুঝবে না।

আটান্ন

বফা কেয়সী কহাঁ কা ইস্ক্, যব শির ফোড়না ঠহরা
তো ফির এ সংগেদিল তেরা হো, সংগে আস্তাঁ কিউঁ হো॥

—গালিব



মানে—প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। আমাকে মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা হয়তো ফাটিয়ে ফেলতে হবে নিরাশায়। তাই যদি হয় তবে মাথা ফাটাবার জন্য কেন তোমারই দরজার পাথরে মাথা ঠুকবো? হে পাষাণহৃদয়া নারী, যদি এভাবে মৃত্যুই আমার ভাগ্যে থাকে, তবে তোমার দরজার পাথরে মাথা ফাটাবো না আমি। মাথা ফাটাবার জন্য অন্য কোন দ্বার পাবো, পাবো অন্য কোন কঠিন প্রস্তর, পাবো অন্য কোন সংঘাতময় সমাপ্তি।

উনষাট

এ বাদল তু ইৎনা না বরস যো ও আ না সকে,
ও আ যায়ে তো ইৎনা বরস ও যা না সকে॥



মানে—হে বর্ষা, এত বেশী ঝরো না যে আমার প্রেয়সী আমার কাছে আসতে না পারে। ও এসে যাওয়ার পর এত মুষলধারায় ঝরো যে ও যেন যেতেই না পারে!

ষাট

এ উঁড়ি উঁড়ি সি রংগৎ, এ খুলে খুলেগে গেসু
তেরি সুব্‌হা কহ রহি হ্যায়, তেরি রাত কা ফসানা।

—অহসান দানিশ



মানে—এই যে উড়ো উড়ো চেহারা, এই যে অগোছালো চুল, তোমার সকালের ঘুমভাঙা এই চেহারাই বলে দিচ্ছে তোমার রাত্রির ইতিহাস। তোমার প্রেমাভিসারের রাত্রির মানচিত্র তোমার সদ্য-জাগ্রত চেহারাতেই আঁকা রয়েছে।

একষট্টি

আপ পছতায়ে নেহী জোরসে তওবা না করে
আপকে সরকি কসম 'দাগ' কা হাল আচ্ছা হ্যায়।

—দাগ



মানে—আপনি দঃখ করবেন না, মিছেমিছি প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ভাববেন না। আমার প্রেমকে অস্বীকার করেছেন তার জন্য আমার জন্য বিন্দুমাত্র ভাববেন না। আপনার মাথার দিব্যি খেয়ে বলছি, আমি ভালোই আছি। 'দাগ' (কবির নাম) ঠিকই আছে। মিথ্যে দঃখ করবেন না আমার জন্য।

বাষট্টি

বড়ো শওকসে শুন রাহা যা জমানা
হামই শো গয়ে দাস্তাঁ কহতে কহতে॥

—সাকব লাখনবী



মানে—সময় বড় মনোযোগ দিয়ে আমার জীবন কাহিনী শুনে যাচ্ছিল। আমিই কাহিনী বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। জীবন তো তাই, অসমাপ্ত কাহিনী। সময় চলছে চলবে। আর অসমাপ্ত কাহিনী নিয়ে এক একটি জীবন ঘুমিয়ে পড়ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। সময় শুনছে এরকম কতো অসমাপ্ত কাহিনী, শুনবে আরও কত!

তেষট্টি

মেরে রোনেকা জিসমে কিসসা হ্যায়
উমর কা বেহতরীন হিস্যা হ্যায় ॥



মানে—আমার কান্নার ভাগ যে অংশে রয়েছে, আমার জীবনের সে অংশটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ তো দুঃখেরই পরিচ্ছেদ, অশ্রুভারাক্রান্ত ভাগই তো জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ।

চৌষট্টি

ইস্‌ক্‌ পর জোর নেহি হ্যায় এ ও আতিশ গালিব
কি লগায়ে না লাগে ঔর বুঝায়ে না বনে ॥

—গালিব



মানে—প্রেমের ওপর জোর করা চলে না। প্রেম কারুর শাসন মেনে চলে না। প্রেমের ওপর কারুর আধিপত্য নেই। প্রেম এমন একধরনের আগুন যা ইচ্ছে করলেই লাগানো যায় না, ইচ্ছে করলেই নেবানোও যায় না। যখন জ্বলবার জ্বলে ওঠে, যখন নিভে যাবার নিভে যায়।

পঁয়ষট্টি

রাহ্ পর উনকি লাগা লায়ে হ্যায় বাতোঁমে
ঔর খুল জায়েংগে দো-চার মুলাকাতোমে ॥

—দাগ



মানে—কথায় কথায় ওকে পথে নিয়ে এসেছি। আরও দু-চারবার সাক্ষাৎ হলেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে ও। সফল হয়ে উঠবে আমার স্বপ্ন, আমার অধ্যবসায়।

ছেষট্টি

ময়নে যো তুম্‌হে চাহা, ক্যয়া ইসমে খতা হ্যায়
এ তুম হো, এ আয়না, ইনসাফ জরা কর্‌না।

—জলীল মানিকপুরী



মানে—আমি যে তোমাকে চাইছি এতে অপরাধ কি? এই তুমি, এবার তোমার সামনে এই আয়না রাখছি। দেখে তুমিই বিচার করো। হে প্রিয়া, তুমি এত সুন্দরী, কার সাধ্য তোমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারে? নিজেকে আয়নায় দেখে বুঝতে পারবে এত রূপসীকে চাইবার জন্য সবাই উৎসুক থাকতে বাধ্য, এতে কারুর কোন অপরাধ নেই।

সাতষট্টি

মুঝসে পহেলেসে মুহব্বৎ মেরে মেহবুব না মাংগ।
ম্যয়নে সমঝা থা কি তু হ্যায় তো দরখ্‌সাঁ হ্যায় হায়াৎ
তেরা গম হ্যায় তো গমেদহের কা ঝগড়া কেয়া হ্যায়
তেরি সুরৎসে হ্যায় আলমমে বাহারোঁকা সবাৎ
তেরি আখোঁকে সিবা দুনিয়ামে রাখ্যা কেয়া হ্যায়।
তু যে মিল যায়ে তো তকদির নিগুঁ হো যায়ে
ইউঁ না থা, ম্যয়নে ফকৎ চাহা থা ইউঁ হো যায়ে।

আনগিনৎ সদি'ওকে তারিক বহিমানা তলিস্‌ম্‌
রেশমো আৎলসে কমখোয়াবসে বনায়ে হুয়ে
যা বাজা ফিরতে হুয়ে কুঁচাও বাজারমে জিস্‌ম্‌
খাকমে লিথরে হুয়ে খুনসে নাহালেয়ে হুয়ে
জিসম নিকলে হুয়ে আমরাজকে তন্নুরোঁসে
পিন বহিতি হুই রিস্তে হুয়ে নাসুরোঁসে
লওট যাতি হ্যায় উধারকোভি নজর, কেয়া কিযে
আবিভি দিলকশ হ্যায় তেরা হুস্নু মগর কেয়া কিযে
ঔরভি দুঃখ হ্যায় জমানেমে মোহব্বৎ কি সিবা
রাহাতে ঔরভি হ্যায় বস্‌ল্‌কি রাহাত কি সিবা।
মুঝসে পহেলেসে মুহব্বৎ মেরে মেহবুব না মাংগ।

—ফৈজ আহম্মদ ফৈজ



মানে—হে প্রেয়সী, আগের মতো ভালোবাসা আর আমার কাছে চেও না। একসময় আমি ভেবেছিলাম তুমি আছো তাই আমার জীবন আজ আলোকিত, সারা বিশ্বের দুঃখের চাইতে অনেক আপন ছিল তোমার কাছে পাওয়া বেদনামধুর দুঃখের স্বাদ। তোমার রূপে ছিল সারা বসন্তের রূপলাবণ্যের ফুলসম্ভার, তোমার চোখদুটো ছাড়া পৃথিবীর সব কিছু ছিল একান্ত মূল্যহীন। তোমাকে পাওয়া মানে আমার সৌভাগ্যের মাথা ঝুঁকে যাওয়া, সফলতার শীর্ষে উত্তরণ। ভাবতাম তুমিই সব। এরকম ছিল না সত্যি হয়ত, কিন্তু ভাবতাম এই তো সত্যিকারের জীবনের অর্থ। এটাই জীবন।

কিন্তু এই যে যুগ যুগ ধরে ধনীর স্বপ্নময় জীবন, স্বপ্নের চাইতে দামী রেশমের ঝকমকে জীবনের উজ্জ্বল দিক আর অন্য-দিকে প্রচন্ড দারিদ্র্য। রক্তের রঙে রাঙা, খাদ্যাভাবে জরোজরো দগদগে ঘা-ভরা রক্তপুঁজমুখী অনারোগ্য ক্ষতবিক্ষত জীবন, পথে

ঘাটে বাজারে সেই সংগ্রামের আগ্নেয় চুল্লিতে জ্বলে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের ওই যে জীবন্ত কংকালের মিছিল, ঐ দিকেও কখনো কখনো আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। জনতার এই কষ্টের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি আমাকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। জানি, এখনও তোমার যৌবন অটুট রয়েছে, অটুট রয়েছে তোমার রূপের পসরা। কিন্তু, না। আমি এখন তোমার কাছে আসতে পারবো না। এখন জানতে পেরেছি, পৃথিবীতে আমার প্রেমের দুঃখের চাইতে আরও অনেক বৃহৎ দুঃখ রয়েছে। বাসর-ঘরের স্বপ্নমধুর মিলনের পথ ছাড়া আরও অনেক পথ রয়েছে। তাই বলছি হে প্রেয়সী আমার, আগের মতো প্রেম আর আমার কাছে আশা করো না, প্রথম প্রেমের মতো সে সর্বস্ব-ভুলে-যাওয়া প্রেম আমি তোমাকে দিতে পারবো না আর, সে ভালোবাসা তুমি চেও না॥



আটষট্টি

উস রসভরি আখোঁমে হায়া খেল রহি হ্যায়
দো জহ্‌রকা পেয়ালোঁমে কজা খেল রহি হ্যায় ॥

—অখতর শীরানী



মানে—তোমার ঐ দুটো চোখে লজ্জা খেলা করছিল। মনে হচ্ছিল দুটো বিষের পেয়ালায় মৃত্যু খেলা করছিল।

উনসত্তর

উমরেদরাজ মাংগকে লায়ে থে চারদিন
দো আরজুমে কট গয়ে, দো ইন্তেজারমে।

—বাহাদুর শাহ্ জফর



মানে—ঈশ্বরের কাছে মাত্র চার দিনের জীবন ভিক্ষা নিয়ে এসেছিলাম। তার দু'দিন কেটে গেল আকাঙ্ক্ষায়, আর দু'দিন কেটে গেল অপেক্ষায়। জীবন তো তাই দু'দিন স্বপ্ন বুনবার জন্য, আর দু'দিন স্বপ্নভঙ্গের!

সত্তর

ইংনা হ্যায় বদনসীব জফর দফন কা লিয়ে
দো গজ জমিন ভি না মিলি কুয়ে'ইয়ারমে ॥

—বাহাদুর শাহ্ জফর



মানে—শেষ মোগল বাদশা বাহাদুর শা জফর বলেছেন,—আমার চাইতে ভাগ্যহীন কেউ হবে না। মরবার পর আপন দেশের মাত্র দু'গজ জমিও পেলাম না আমার কবরের জন্যে। (বাহাদুর শা জফরকে বন্দী করে বৃটিশ সরকার বর্মায় রাখে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ও সমাধি হয়।)

একাত্তর

কৌন সে জখম কা খুলা হ্যায় টাঁকা
আজ ফির দিলমে দর্দ হোতা হ্যায়

—জিয়া



মানে—জানিনা কোন ক্ষতের সেলাইর সুতো ছিঁড়ে গেছে। আজ আবার হৃদয়ে যন্ত্রণা সুরু হয়েছে।

বাহাত্তর

এলাহী কয়া অলাকা হ্যায়, ও যব লেহি হ্যায় অংগরাই
মেরে সিনেকে সব জখমো কে টাঁকে টুট যাতে হ্যায় ॥



মানে—ঈশ্বর, এ কি রহস্য বুঝতে পারি না। যখনই আমার প্রিয়া হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে আমার বুকের ক্ষতের সেলাইর সব সুতোগুলোই ছিঁড়ে যায়। বুক আবার বেদনায় ভরে ওঠে। কি আছে ওর শরীরের এই আলস্যভাঙার মদির ভঙ্গীতে?...

তিয়াত্তর

পাত্তা পাত্তা বূটা বূটা হাল হামারা জানে হ্যায়
জানে না জানে গূল্‌হি না জানে বাগ তো সারা
জানতে হ্যায় ॥

—মীর



মানে—প্রতিটি চারা, প্রতিটি লতা পাতা আমার অবস্থার কথা জানে। কিন্তু যার জন্য আমার এ অবস্থা, সে-ফূলই জানে না আমার কথা, অথচ সারা বাগান জানে!

চুয়াত্তর

মেরি হরবাৎ কি উলটা ও সমঝ লেতে হ্যায়
অব্‌কে পুছা তো কহ দুংগা কি জাল আচ্ছা হ্যায় ॥

—জলীল



মানে—আমার সব কথার উল্টো বোঝ তুমি। এবার জিজ্ঞেস করলে বলব আমি ভালো আছি। তাহলেই যদি বোঝ আমার হৃদয়ের দুঃখ।

পঁচাত্তর

গই থি কহকে লায়েগী জ়ুলফে ইয়ার কি বু
ফিরি তো বাদেসবা কা দিমাগ ভি না মিলা।

—জলাল

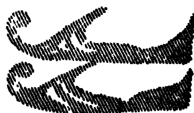


মানে—যাবার সময় হাওয়া বলে গিয়েছিল যে তোমার চুলের মদির গন্ধ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু ফেরার সময় হাওয়ার সে কি গর্বভরা ভাব, সে কি মেজাজ হাওয়ার, আমার দিকে ফিরেও তাকালো না!

ছিয়াত্তর

সহারা না দেতি অগর মৌজে তুফাঁ
ডুবো হী দিয়া থা হমে নাখ্‌দা নে ॥

—কলীম



মানে—ভাগ্যিস্‌ তুফানের উত্তাল ঢেউ আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। নইলে নৌকার মাঝিই আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।



সাতাত্তর

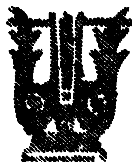
খোদাসে হুস্নুনে একদিন এ সওয়াল কিয়া
জাহাঁমে তু মুঝে কিউ না লাজওয়াল কিয়া
মিলা জবাব তসবীরখানা হ্যায় দুনিয়া
সবে দরাজে আদম কা ফসানা হ্যায় দুনিয়া
হুই হ্যায় রঙ তগায়ুরসে যব নমুদ উসকি
ওহি হাসিন হ্যায় জাহাঁমে হ্যায় হকিকৎ জিসকি।
কহি' করিব থা এ গুফতুগু কমরনে শুনি
ফলগপে আম হুই আখতারে সহেরনে শুনি
সহেরনে তারোঁসে শুনাই, তারোঁনে শবনমকো
ফলগকি বাৎ বাতাদি জমি'কে মহরমকো
ভর্ আয়ে ফুলকে আঁসু পয়ামে শবনমসে,
কলিকা নান্নাসা দিল খুল হো গিয়া গমসে।

মানে—ঈশ্বরকে একদিন প্রশ্ন করল রূপ,—হে ঈশ্বর, ধরাতে আমাকে তুমি অমর করোনি কেন? ঈশ্বর উত্তর দিলেন,—এ পৃথিবী হল পরিবর্তনশীল চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ, অন্তহীন রাত্রির চলমান কাহিনী হচ্ছে পৃথিবী। স্বল্পস্থায়ী জীবনই হল রূপের আয়ু, এ সত্যই রূপকে এত আকর্ষণীয় করেছে, করেছে মূল্যবান। অনিত্যতাই সত্য, আর সত্যই সুন্দর। অমরত্ব কাউকেই আমি দিইনি। জন্ম মানেই মৃত্যু। আদির পর অন্ত। যৌবনের পর জরা। ঈশ্বর ও রূপের কথোপকথন শুনে ফেলল চাঁদ। সে কাছেই ছিল। চাঁদ এসে সারা আকাশকে শুনিয়ে দিল সে কথা। সারা আকাশে রটে গেল রূপ ও জীবনের স্বল্পায়ুর কঠিন সত্য। ঊষার প্রথম তারা সে খবরটা শিশিরের কানে কানে বলে দিল। শিশির সে খবর নিয়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। শিশিরের কাছে সে দুঃসংবাদ শুনে ফুলের চোখ জলে ভরে গেল। কাছেই ছিল কলি। এ খবর শুনতেই দুঃখে হৃদয় ফেটে তার লাল হয়ে গেল। মানে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেই বিদীর্ণহৃদয় কলি।



আটাত্তর

সোচতা রহতা হঁু আকসর ম্যায় এহি শামও সহর
তেরা মিলনা মেরি সন্দৎ কি এবাদৎ তো নেহি
তেরে ফিরদারপে হোতা হ্যায় ফরিস্তোঁকা গুমাঁ
তেরে কদমোমে বাতাদে মেরি জিন্নত্ তো নেহি ॥



মানে—সকালসন্ধ্যা আমি ভাবি, তোমার সঙ্গে আমার যে এ সাক্ষাৎ, ওটা আমার সারাজীবনের তপস্যার ফল নয় তো? তোমার পবিত্র চরিত্রের জন্য দেবদূতদেরও গর্ব হবে। তাই ভাবি, তোমার চরণতলেই আমার স্বর্গভূমি তো নয়?

উনআশি

লো হম বতায়েঁ গ্দচাঁ-ও-গ্দল মে ফরক্ কেয়া
এক বাৎ হ্যায় কহি হ্দই, এক বেকহি হ্দই ॥

—আগা শাহর দেহল্বী



মানে—এসো, আমি বলে দিচ্ছি ফ্দল ও কলির মধ্যে প্রভেদ কি। ফ্দল হল যে কথা বলা হয়ে গেছে আর কলি হল যে কথা এখনও বলা হয়নি।

আশ

মেরে মেহবুব কাহিঁ ঔর মিলা কর্ মুঝসে
বজমে শাহীমে গরীবোঁ কা গুজর কেয়া মানে?
সব্‌ৎ যিস রাহ পে হ্যায় সতবতে শাহী কে নিশা
উস পে উলফৎ ভরী রুহোঁকা সফর কেয়া মানে?
মেরে মেহবুব, ইনহেভি তো মুহব্বৎ হোগী
জিনকি সন্নাই নে বক্‌সী হ্যায় ইসে শক্‌লেজমীল
ইনকে প্যারোঁকে মকাবির রহে ও নামে নমুদ
আজ তক উন পে জ্বালাই না কিসিনে কনদীল
ইয়ে চমনগার, ইয়ে যম্‌না কা কিনারা, ইয়ে মহল
ইয়ে মুনক্কশ, দর-এ-দিওয়ার, ইয়ে মেহরাব, ইয়ে তাক্
এক শাহেনশাহ নে দৌলতকা সাহারা লেকর
হাম গরীবোঁকী মুহব্বৎকা উড়ায়া হ্যায় মজাক্
মেরে মেহবুব, কহিঁ ঔর মিলাকর্ মুঝসে।

—শাহীর লুধিয়ানভী



মানে—হে প্রেয়সী আমার, তাজমহল নয়, অন্য কোথাও আমার সঙ্গে দেখা করো। ঐশ্বর্যের এই পরিবেশে আমাদের মত দরিদ্রের আসার কি মানে? যে জায়গা বাদশার চরণচিহ্নে অঙ্কিত, সেখানে দুই প্রেমিক হৃদয়ের সাক্ষাতের কি মানে? হে প্রেয়সী, ভেবে দেখো, যারা এই স্মৃতিসৌধ প্রস্তুত করেছে, সেই গরীব মজদুর, সেই কারিগরদেরও তো প্রেম ছিল। যারা অপূর্ব কারুকার্যে অমর করেছে এই তাজমহলের রূপ, তাদের স্ত্রীদের তাদের প্রেমিকা-দের কবর যে কোথায় তা তো কেউ জানে না। নামহীন সে কবর-গুলো তো বিস্মরণের অতলে ডুবে গেছে। সেখানে তো কেউ একটি প্রদীপও কখনও জ্বালে না। তাই বলে কি তাদের প্রেম কম ছিল? অর্থ ছিল না বলে তারা কোনদিন তাদের প্রেমের জন্য স্মৃতিসৌধ বানাতে পারেনি, অমর করে রাখতে পারেনি প্রস্তরে মর্মরে। কিন্তু প্রেমে তারা তো বাদশাহের থেকে কম ছিল না। আমার মনে হয় এই বিশাল বাগান, এই যমুনার তীর, এই বিরাট মহল, এই কারুকার্য, আকাশচুম্বী দেয়াল, গম্বুজ, মর্মরের বাতায়ন এসব তৈরী করে একজন শাহেনশাহ ঐশ্বর্যের সাহায্য নিয়ে আমাদের গরীবদের প্রেমের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন, উপহাস করেছেন তাঁর বিত্তের গর্বে, তাঁর ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতায়। তাই বলি হে প্রেয়সী আমার, তাজমহলে নয়, আমার সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা করো।

একাশি

চন্দ্ তসবীর-এ-বুতাঁ, চন্দ্ হাসিনোঁকে খতুৎ,
বাদ মরনে কে মেরে ঘরসে এ সামান নিকলা ॥

—গালিব



মানে—আমার জীবন ছিল শুধু এক প্রেমিকের ইতিহাস। তাই আমার মৃত্যুর পর আমার বাড়ি থেকে যে সম্পত্তি পাওয়া যাবে সে হবে খুবই সামান্য। কয়েকটি সুন্দরীর ছবি, কয়েকটি সুন্দরীর প্রেমপত্র, এইমাত্র সম্পত্তি পাওয়া যাবে আমার মৃত্যুর পর। প্রেমিক কবির এই ছিল সারা জীবনের সঞ্চয়।

বিরাশি

রহা আবাদ আলম অহলেহিম্মৎ কে না হোনে সে।
ভরে হ্যায় যিস্‌কদর জাম-এ সুবু, ময়খানা খালি হ্যায়।

—গালিব



মানে—আমি না থাকলে সংসার ভরে থাকলে কি লাভ? এ যেন সুরার পাত্র সুরায় ভরে আছে, অথচ মধুশালা শূন্য।

তিরাশি

রগোঁমে দৌড়নে ফিরনে কে হম নহী কায়ল।
যব আঁখ হি সে না টপ্‌কা, তো ফির লহু কেয়া হ্যায়।

—গালিব



মানে—শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত দৌড়চ্ছে জানি, কিন্তু তাকে আমি রক্ত বলে মেনে নিতে রাজি নই। যদি চোখ দিয়ে টপ টপ করে না পড়ে; তবে রক্ত আবার রক্ত নাকি?

চুরাশি

দিল হি তো হ্যায়, না সংগ ও খিস্ত্ দর্দসে ভর না
আয়ে কিউঁ
রোয়েংগে হম হাজার বার, কোই হামেঁ রুলায়ে কিউঁ ॥

—গালিব



মানে—এটা তো আমার হৃদয়ই, ইট বা পাথর নয়। কান্না পেলে কেন কাঁদবো না, হাজারবার কাঁদবো। কিন্তু তাই বলে কেউ আমাকে কাঁদাবে কেন? হে প্রেয়সী, আমার জীবনে হাসি হয়ে আসতে না পারো আমার একার কান্না একাই কাঁদতে দাও। তুমি এসে আর আমাকে কাঁদাতে চেও না।

পঁচাশি

করতে হো মুঝকো মান-এ-কদমবোস্ কিসলিয়ে?
কেয়া আসমান কে ভি বরাবর নহি হুঁ ম্যায়।

—গালিব



মানে—তোমার পা চুম্বন করতে মানা করছ কেন? আকাশ তোমার পায়ে চুমু খেতে পারে, আমি পারি না? আমি কি আকাশের সমকক্ষ হতে পারি না?

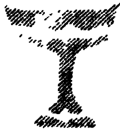
ছিয়াশি

মৌৎ কিৎনিহি সংগদিল্‌ হ্যায় মগর
জিন্দগী সে তো মেহেরবাঁ হোগী

—শাহীর লুধিয়ানভী



মানে—মৃত্যু যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, জীবনের চাইতে অনেক বেশী হৃদয়বান হবে।



সাতাশি

চলো একবার ফিরসে আজনবী বন যায়ে হাম দোনো।
না ম্যায় তুমসে কোই উম্মীদ্ রাখুঁ দিলনবাজীকী
না তুম্ মেরে তরফ্ দেখো গলৎ-আন্দাজ নজরোঁসে
না মেরে দিল্‌কী ধড়কন্ লড়খড়ায়ে মেরী বাতোসে
না জাহির হো তুমহারী কশমকাশ কা রাজ নজরোঁসে।
তুমহে ভি কোই উলঝন রোক্‌তী হ্যায় পেশকদ্‌মোসে
মুঝে ভি লোগ কহেতে হ্যায় কি জ্বলওয়ে পরায় হ্যায়
মেরে হামরাহ ভী রুসবাইয়া হ্যায় মেরে মাজী কি
তুমহারে সাথ ভি গুজ্‌রী হুই রাতোঁকে সায়ে হ্যায়।
তআরুফ্ রোগ হো যায়ে তো উস্‌কী ভুল্‌না বেহতর
তঅল্লুক বোঝ বন্ যায়ে তো উসকী তোড়না আচ্ছা
ওহ্ অফসানা জিসে তকমীল্ তক্ লানা না হো মুমকিন
উসে এক খুবসুরৎ মোড় দেকর ছোড়না আচ্ছা।

—শাহীর লুধিয়ানভী

মানে—চলো আবার আমরা অপরিচিত হয়ে যাই। আমি পুরনো পরিচয়ের জন্য কোন সমবেদনায় ব্যবহার তোমার কাছে আশা করবো না। তুমিও যেন ভুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ো না। আমার কথাবার্তায় যেন কোথাও হৃদয়ের ধুকপুকুনী প্রকাশ না পায়, তোমারও হৃদয়ের স্বন্দ্বের কোন আভাস যেন তোমার চোখের চাউনীতে ধরা না পড়ে। আমি জানি তোমার পদক্ষেপকেও তোমার অতীত জীবনের যন্ত্রণা অবরুদ্ধ করে রাখছে, আমাকেও লোক বলেছে যে তুমি এখন অন্যের জীবনের জ্যোতি হয়ে গিয়েছ। আমাদের অতীত অনেক রাত্রির স্বপ্ন স্মৃতির ছায়ায় ভরা। পরিচয় যদি রোগ হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে ভুলে যাওয়াই ভালো। সম্পর্ক যদি বোঝা হয়ে ওঠে তবে সে সম্পর্কে ছেদ করে ফেলাই ভালো। যে কাহিনী সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া মুস্কিল হয়ে ওঠে, সে কাহিনীকে মাঝপথে কোন সুন্দর মোড় দিয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।"



অষ্টআশি

তুমকো দুনিয়া কে গমোদর্দ্ সে ফুরসৎ নোহি
সব্ সে উলফৎ সহি মুঝসেহি মুহব্বৎ না সহি
ম্যায় তুম্হারী হুঁ, এহি মেরা লিয়ে কেয়া কম হ্যায়
তুম মেরে হো কে রহো, এ মেরী কিসমৎ না সহি।
তুম মুঝে ভুলভি যাও এ হক্ হ্যায় তুম্‌কো,
মেরি বাৎ ঔর হ্যায় ম্যায়নে তো মুহব্বৎ কি হ্যায় ॥

—শাহীর লুধিয়ানভী



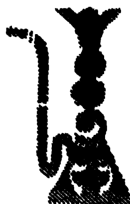
মানে—দুনিয়ার দুঃখদুর্দশা থেকে তোমার অবকাশ নেই এখন, সবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রয়েছে শুধু আমার সঙ্গেই তোমার আর প্রেম নেই। আমি তোমারই, এটাই আমি জানি সত্য বলে। তুমি আমার হবে সে ভাগ্য আমি করিনি। তুমি আমাকে ভুলে গেছো তার জন্য আমার কোন অভিযোগ নেই। ভুলে যাওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। আমার কথা আলাদা, আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি এজন্যে যে আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলাম।



উনননব্বই

তেরে সাসোঁ কি থকন্ তেরি নিগাহোঁ কা সুকুন
দরহকিকৎ কোই রঙিন শরারৎ তো নেহি
ম্যায় যিসে প্যায়ার কা আন্দাজ সমঝ বৈঠা হুঁ
ওহ তবস্যুম্ ওহ তকল্লুম্ তেরি আদত হি তো নেহি।
কহি এয়সা না হো পাঁও মেরা থর্রা যায়ে
ঔর তেরি মরমরী বাহোঁকা সাহারা না মিলে।
অশ্ক্ বহেতে রহে খামোশ সিয়াহ রাতোঁ মে
ঔর তেরে রেশমী আঁচল্কা কিনারা না মিলে।

—শাহীর লুধিয়ানভী





মানে—তোমার প্রণয়চপল নিঃশ্বাসের ক্লান্তি, তোমার দৃষ্টির যে শান্তসুষমা সেসব সত্যি, না কোন নতুন রকমের দুষ্টুমী? তোমার কথা বলার ভঙ্গী, তোমার ঠোঁটের কোণের হাসি, যা আমি তোমার ভালবাসার লক্ষণ বলে ভেবে নিয়েছি, সত্যি কি তাই, না এগুলো তোমার অভ্যেসেরই, তোমার চরিত্রের স্বাভাবিকতার অঙ্গ? এমন তো হবে না যে যখন আমার পা কেঁপে উঠবে তোমার মর্মরবাহুর আশ্রয় আমি পাবো না? এমন তো হবে না যে যখন আমি মসিময় নির্জন কোন রাত্রে কেঁদে ভাসাবো, তখন অশ্রুজল মোছবার জন্যে তোমার রেশমের শাড়ির আঁচলটুকুও জুটবে না?...



নব্বুই

ম্যয়নে শায়দ তুমহে পহেলেভি কাহিঁ দেখা হ্যায়!
আজনবী সী হো মগর গৈর নেহি লাগ্‌তী হো
বহেম সে ভী যো হো নাজুক ওহ্‌ একীন লাগতী হো
হায় এ ফুলসা চেহারা এ ঘনেরী জুলফেঁ
মেরে শেরোঁ সে ভি তুম মুঝকো হসীঁ লাগ্‌তী হো
দেখকর্‌ তুমকো কিসী রাত কী ইয়াদ আতি হ্যায়
এক খামোশ মুলাকাৎ কী ইয়াদ আতি হ্যায়
জিহন মে হুস্নকী ঠন্ডক্‌ কা অসর জাগতা হ্যায়
আঁচ দেতি হুই বরসাৎ কী ইয়াদ আতি হ্যায়
মেরি আখোঁ সে ঝুকি রহতী হো পলক যিস্‌কি
তুম ওহি মেরে খেয়ালোঁ কি পরী হো কি নেহী
কহীঁ পহেলে কী তরাহ ফির তো না খো যাওগী,
যো হামেশা কি লিয়ে হো ওহ খুসী হো কি নেহী ॥

—শাহীর লুধিয়ানভী

মানে—আমি হয়তো আগেও তোমাকে কোথাও দেখে থাকবো। আগন্তুক তুমি, তবু কেন জানি না তোমাকে পর লাগছে না, আপন মনে হচ্ছে। মনের মিষ্টি ভুলের মতো নিজস্ব মনে হচ্ছে তোমাকে। হায়, এই ফুলের মতো চেহারা, এই ঘনচুলের রাশি, তোমাকে আমার নিজের কবিতার চেয়েও অনেক সুন্দর লাগছে। তোমাকে দেখে কোন এক রাতের কথা মনে পড়ে যায়, এক মৌন সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে যায়। তোমার রূপের শীতলতায় আমার বুক জুড়িয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিভরা রাত তোমার সান্নিধ্যের উষ্ণতায় উজ্জ্বল হয়েছিল। আমার চোখের উপর নিষ্পলক যে চোখ তাকিয়ে থাকতো, তুমি আমার সেই স্বপ্নেরই পরী তো? আগের মতো এবার আবার হারিয়ে যাবে না তো? চিরস্থায়ী আনন্দের মূর্তি হয়ে এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে তো?



একানব্বুই

হোঁট হ্যায় ইয়া কিসি শায়ক কী দুয়াওঁ কা জুবাব
জুল্‌ফ্‌ হ্যায় ইয়া কিসি সাবনকে তলবগার কা খোয়াব
এয়সে জবল্‌ওয়ে যো দেখেগা, মচল যায়েগা।
ইস কদর্‌ হুস্‌ন্‌ কিসি এক মে দেখা না শুনা
উসকা কেয়া কহনা, জিসে আপ হামরাজ চুনা
উসকী তকদীর কা উনবান বদল যায়েগা।

—শাহীর লুধিয়ানভী



মানে—আপনার ঠোঁট যেন কোন কবির প্রার্থনার ফল, আপনার চুল যেন কোন সাবানের অস্থির স্বপ্ন। আপনার এই অপরূপ চেহারা, যে দেখবে সেই পাগল হয়ে যাবে। একই অঙ্গে এত রূপ কখনো দেখিনি, কখনো শুনিনি। আপনি যাকে প্রিয়তম বেছে নিয়েছেন, তার ভাগ্যের নামই বদলে যাবে, তার সৌভাগ্য তাকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করবে।

বিরানব্বুই

রাত যিতনী ভী সংগীন্ হোগী
সুবহ্ উৎনি হী রংগীন্ হোগী
গম্ না কর্ গর হ্যায় বাদল ঘনেরা
কিসকে রোকে রুকা হ্যায় সবেরা

-শাহীর লুধিয়ানভী



মানে—রাত যতই কঠিন হবে, প্রভাত ততই রঙিন হবে। চারদিক থেকে কালো মেঘ ঘিরে এলেও ভয় করো না। সকালকে কেউ রুখতে পারবে না। ভোর হবেই।

তিরানব্বই

ডরনা হ্যায় জমানে কী নিগাহোঁ সে ভলা কিউঁ
ইনসাফ তেরে হাথ হ্যায় ইলজাম উঠা লে।
টুটে হুয়ে পতোয়ার হ্যায় কিস্তী কে তো কেয়া গম
হারী হুই বাহোঁ কী হী পতোয়ার বনা লে।

—শাহীর লুধিয়ানভী



মানে—পৃথিবীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখে ভয় পাবার কি? কষ্ট করো, বিচার তোমারই হাতে রয়েছে। নৌকোর হাল ভেঙে গেছে? তাতে ভয় কিসের? হেরে যাওয়া তোমার হাতকেই আজ হাল বানিয়ে নাও।

চুরানব্বুই

দুনিয়ামে হুঁ দুনিয়াকা তলবগার নেহি হুঁ
বাজারসে গুজরা হুঁ খরিদ্দার নেহি হুঁ
ম্যায় ও গুল্ হুঁ খিজাঁ যিসে বরবাদ কিয়া হ্যায়
উল্ঝু কিসি দামন্সে, ম্যায় ও খার্ নেহি হুঁ।



মানে—পৃথিবীতে রয়েছি কিন্তু পৃথিবীর কাছে আমার চাইবার কিছু নেই। বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি কিন্তু এ বাজারে আমার কেনবার কিছু নেই। আমি হচ্ছি সেই অবহেলিত ফুল, যা বসন্ত সমাগমে ফুটেছিল এই আশায় যে কোন কুমারীকন্যা আদর করে তুলে নেবে আমাকে। কিন্তু কেউ তুলল না। শীতের আগমনে আমাকে ঝরে পড়তেই হল। তার চাইতে অনেক ভালো হতো আমি যদি ফুল না হয়ে কোন কাঁটা হতাম। কাঁটার আয়ু হতো বেশী, তাই সম্ভাবনা বেশী থাকতো। হয়তো অজান্তে কোন সুন্দরীর আঁচলে আটকেও যেতে পারতাম! জীবন আমার সার্থক হয়ে যেতো।

পঁচানব্বুই

ময়নে পুছা চাঁদসে ফল্‌গ্ ইয়া হো জমিঁ
মেরে ইয়ারসা হাসিন্
চাঁদ হ্যায় কাহিঁ?
চাঁদনে কহা চাঁদনী কি কসম্, নেহি, নেহি, নেহি।

খুবসুরৎ তুনে যো পাই
লুট গই খুদাকি সব খুদাই
মীর কি গজল কহুঁ ইয়া তুমে
কহুঁ ম্যায় খৈয়াম কি রুবাই
ম্যায়নে পুছা শায়েরোঁসে এইসি দিলকশি
শের হ্যায় কাহিঁ?
শায়েরোঁনে কহা শায়েরীকি কসম্, নেহি, নেহি নেহি।

চাল হ্যায় কি মৌজ কি রওয়ানী
আঁখ হ্যায় কি ময়কাদোঁকি রানী
হোঁট হ্যায় কি পাখড়ি গুলাবকি
জুল্‌ফ্ হ্যায় কি রাত কি কহানী।
ম্যায়নে পুছা বাগসে কি এইসি দিলখুসী
ফুল হ্যায় কাহিঁ?
বাগ নে কহা হর্ কলি কি কসম্, নেহি, নেহি নেহি।

—আনন্দ বক্সী



মানে—আমি চাঁদকে প্রশ্ন করলাম, বলো তো, আকাশে বা পৃথিবীতে আমার প্রিয়ার মতো চাঁদ আছে কি? চাঁদ জবাব দিল চাঁদনীর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, নেই, নেই নেই। রূপ তুমি যে পেয়েছো মনে হচ্ছে ঈশ্বরের সব রূপলাবণ্যের ঝোলা বুঝি চুরি হয়ে গিয়েছে। মীরের রচিত গজল বলব তোমাকে? না কি বলব ওমর খৈয়ামের কোন রুবাই? কবিদের আমি প্রশ্ন করলাম আমার প্রিয়ার মতো কবিতা আছে কোথাও? কবিদের জবাব এল,—যেন ঢেউ-এর উচ্ছলতা, তোমার চোখ যেন সুরাবিপণির রানীর মদির নেত্র, তোমার ঠোঁট যেন গোলাপের পাপড়ি আর তোমার চুল দেখে মনে হয় এ যেন চুল নয়, এ যেন শত শত রহস্যঘন রাত্রির কাহিনী। বাগানকে প্রশ্ন করলাম, আমার প্রিয়ার মতো হৃদয়মনোহারক ফুল আছে কি কোথাও? বাগান বলল, প্রতিটি কলির দিব্যি খেয়ে বলতে পারি. নেই, নেই নেই॥

ছিয়ানব্বই

চিংগারি কোই ভড়্‌কে তো শাবন উসে বুঝায়ে
শাওন যো আগ্‌ লাগায়ে, উসে কৌন বুঝায়ে?
পত্‌ঝর্‌মে বাগ্‌ উজ্‌রে, ও বাগ্‌ বাহার খিলায়ে,
যো বাগ্‌ বাহারমে উজরে, উসে কৌন খিলায়ে?
হামসে মৎ পুছো ক্যায়সা মন্দির টুটা স্বপ্নোকা
লোগোকা বাৎ নেহি হ্যায়, এ কিস্যা হ্যায় আপনোকা।
কোই দুশমন্‌ ঠেস্‌ লাগায়ে, তো মিত জিয়া বহেলায়ে,
মনমিত্‌ যো ঘাও লাগায়ে, উসে কোন্‌ মিটায়ে?
না জানে কেয়া হো যাতা জানে হাম্‌ কেয়া কর যাতে
পিতে হ্যায় তো জিন্দা হুঁ, না পিতে তো মর যাতে।
দুনিয়া যো প্যায়াসা রাখ্যে মদিরা প্যায়াস বুঝায়ে
মদিরা যো প্যায়াস লাগায়ে, উসে কোন্‌ বুঝায়ে?
মানা তুফাঁ কি আগে নেহি চল্‌তা জোর কিসিকা
মৌজোকা দোষ নেহি হ্যায়, এ দোষ হ্যায় ঔর কিসিকা।
মঝ্‌ধারমে নাইয়া ডোলে, মাঝি পার লাগায়ে,
মাঝি যো নাও ডুবোয়ে, উসে কোন বাঁচায়ে?...

—আনন্দ বক্সী



মানে—কোথাও আগুন লেগে উঠলে, শ্রাবণ তার বৃষ্টিধারায় তাকে নিবিয়ে দেয়। কিন্তু শ্রাবণ নিজেই যেখানে আগুন লাগায়, তাকে নেবাবে কে? পত্রঝরার ঋতু শীত এলে বাগান শূন্য হয়ে যায়; বসন্ত এসে সে বাগানকে আবার ফুলে ফুলে ভরে দেয়। কিন্তু বসন্ত নিজেই যেখানে ফুল ঝরিয়ে দেয়, সে বাগানের ফুল ফোটাবে কে? আমার স্বপ্ন কি করে ভাঙলো সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অন্যের ব্যাপার নয়, এটা আমাদের নিজেদেরই ভাগ্যের ফল। শত্রু যখন আঘাত দেয় তখন বন্ধু এসে সমবেদনা জানায়। কিন্তু যখন মনের মানুষই বিক্ষত করে, তখন সে ক্ষত সারাবে কে? জানিনা কিসে কি হয়ে যেতো, বা আমি কি করে বসতাম! সুরাপান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সুরাপান করছি বলেই বেঁচে আছি। নইলে মরেই যেতাম। জানি, তুফানের কাছে কারুর জোর খাটে না। তবু বলব এটা ঢেউএর দোষ নয়। দোষ অন্য কারুর। মাঝ নদীতে নৌকো যখন ঝড়ের মুখে টলমল করে তখন মাঝি তাকে তীরে নিয়ে আসে। কিন্তু যে নৌকোকে মাঝি স্বয়ং ডুবিয়ে দেয়, তাকে কে বাঁচাবে?

সাতানব্বুই

পাতবাঁ হূঁ কাফন হো হাল্কা,
ডাল দে সায়া আপনে আঁচলকা

—ওয়াজীদ আলী শাহ্



মানে—বড্ড কোমল আমি, তাই আমার মৃত্যুর পর আমাকে যে কাফনের আবরণ দিয়ে ঢাকা হবে সেটা যেন খুব হাল্কা হয়। কোন বস্ত্র না দিয়ে হে প্রেয়সী, তোমার আঁচলের ছায়া দিয়েই ঢেকে দিও আমার শরীর। তোমার আঁচলের ছায়াই হোক আমার কাফন, আমার সর্বশেষ আবরণ।

আটানব্বই

তবীবী সে কেয়া পুছুঁ ইলাজে দর্দদিল্ আপ্না
মর্জ্ যব জিন্দ্গী খুদ্ হো তো ফির উস্কী
দবা কেয়া হ্যায়।

—আকবর এলাহাবাদী



মানে—চিকিৎসককে কি জিজ্ঞেস করব আমার হৃদয়যন্ত্রণার ঔষধ কি? আমার জীবনটাই যখন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তার কি কোন ঔষধ থাকতে পারে?

নিরানব্বই

মুহব্বৎ মেঁ এক্ এয়সা বক্ত্ ভী আতা হ্যায় ইনসাঁ পর,
সিতারোঁ কি চমক্ সে চোট লাগ্তী হ্যায় রগে জঁ পর ॥

—সীমাব



মানে—প্রেমিকের জীবনে এমন একটা সময়ও আসে, যখন নক্ষত্রের জ্যোতিতেও প্রাণের শিরা বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

একশ

ভঁমর সে লড়ো, তুন্দ্ লহরোঁ সে উল্ঝো,
কহাঁ তক্ চলোগে কিনারে কিনারে।

—রজা হমদানী



মানে—ঘূর্ণীর সঙ্গে লড়াই করতে শেখো, তীব্র তরঙ্গের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কতদিন আর কিনারে কিনারে হাঁটবে? পারের জীবন নয়, ঝড়ের জীবনে অবগাহন করে সোনা হয়ে ওঠো, মিনার থেকে নেমে এসো মৃত্তিকায়, তীর থেকে নেমে এসো সাগরে॥